প্রথম আলো

তারিখ 20 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত শিক্ষক

শুধু ভর্ৎসনা নয়, দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দিন

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে যা বলেছেন, তাতে তাঁর অসহায়ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, আগে সরকারি ছাপাখানা থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঝুঁকি থাকলেও এখন সেটি নেই। কেননা সেখানে একাধিক সেট প্রশ্নপত্র তৈরি হলেও পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার আগে জানার উপায় নেই কোন সেটে পরীক্ষা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী উদ্বেগের সঙ্গে বলেছেন, 'যখনই শিক্ষকের হাতে প্রশ্ন গেল, তখনই নিরাপত্তা ব্যাহত হলো।' অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হলো যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ দেন, পরীক্ষা নেন; তাঁদেরই কেউ কেউ প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো গর্হিত অপরাধে যুক্ত। তিনি আরও বলেছেন, প্রচণ্ড চাপ দিয়েও শিক্ষকদের কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ করতে পারছেন না।

কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটি বলেননি তা হলো কোচিং-বাণিজ্য কিংবা প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর আগে বেশ কয়েকজন শিক্ষক প্রশ্নপত্র ফাঁসের সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের শাস্তি দেওয়া যায়নি। কেন যায়নি, সেই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই রয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধের উপায়। সদুপদেশ কিংবা ভর্ৎসনায় কাজ না হলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধে শিক্ষামন্ত্রী বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সকালে পরীক্ষা শুরুর আধা ঘণ্টা আগে শিক্ষার্থীরা হলে ঢুকবে। আধা ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্রের খাম খোলা হবে। এসবের পরও দুর্বৃত্তরা নতুন ফাঁকফোকর খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। তাই সংশ্লিষ্টদের নিশ্চিন্ত থাকার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্র নিয়ে ভীতি আছে, সেটি কাটিয়ে উঠতে হবে। সৃজনশীল পরীক্ষাপদ্ধতি চালুর এত বছর পরও কেন 'শিক্ষকেরা প্রশ্নপত্র বোঝেন না'—এই অপবাদ শুনতে হচ্ছে? মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের পেছনে আছে কোচিং-বাণিজ্য। আর কোচিং বাণিজ্যের পেছনে প্রশ্নপত্র ফাঁস। তাই সমস্যার স্থায়ী সমাধান পেতে হলে ব্যাধির গোড়ায় হাত দিতে হবে।